ই - সংবাদ

কাকড়াবনে গাজন উৎসব ও চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ১৬ মে ।। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় ১৪ মে কাকড়াবন ব্লকের মেলাঘর টিলার মুক্তমঞ্চে গাজন উৎসব ও চড়ক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতি ও চড়ক মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মাধব সাহা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন দাস। উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক মাধব সাহা বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উৎসবের মাধ্যমে ঐক্য, সংহতি আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক তপন দাস বলেন, লোকসংস্কৃতি হচ্ছে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর পরিচয়। তিনি লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস, কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুনীতি রায় ও ভাইস চেয়ারম্যান স্বদেশ মজুমদার, জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সভাপতি গৌতম সরকার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন কাকড়াবন ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ রিয়াং। সভাপতিত্ব করেন চড়ক মেলা কমিটির সভাপতি ব্রজেন্দ্র দাস। গাজন উৎসব ও চড়ক মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পশ্চিম জেলায় ১০টি কমিউনিটি সেনিটারী কমপ্লেক্স নির্মাণ

আগরতলা, ১৬ মে ।। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের উদ্যোগে জনসাধারণের সুবিধার্থে গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পশ্চিম জেলায় স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ১০টি কমিউনিটি সেনিটারী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এতে প্রতিটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে। যে ব্লকগুলিতে এই কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলি হল বামুটিয়ায় ১টি, বেলবাড়িতে ৩টি, ডুকলীতে ১টি, হেজামারায় ১টি, জিরানীয়ায় ২টি এবং লেফুঙ্গায় ২টি। জেলা পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি কমিটির সদস্য সচিব শম্ভু দেববর্মা এ তথ্য জানিয়েছেন।

খোয়াই জেলায় বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন

খোয়াই, ১৬ মে ।। খোয়াই জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকার মাইগঙ্গা সুকান্ত এবং তুইসিন্দ্রাইবাড়ী এইচ এস স্কুলে ৩টি করে ৬টি অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৯০০ টাকা করে। উক্ত প্রকল্পে কল্যাণপুর ব্লক এলাকার খাস কল্যাণপুর, তোতাবাড়ী ও রামবাবু সম্পাদক পাড়া হাইস্কুল এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের তুইথাম্পুই (এম ডি) ও তুই মধু হাইস্কুলে ১টি করে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি শৌচালয় নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা করে। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রাজীবনগর পঞ্চায়েতে রেগায় নানা উন্নয়ন কাজ

সাব্রুম, ১৬ মে ।। সাতচাঁদ ব্লকের রাজীবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী গত অর্থবর্ষে ৫টি পুকুর খননে ব্যয় হয়েছে ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৬৮ টাকা এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হয় ৫,৬৯৪টি। চাষাবাদের সুবিধার্থে ৫৩ জন কৃষকের জমি সমতলকরণে ব্যয় হয়েছে ২৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৬০ টাকা এবং এতে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় ১৬,৩৮০টি। ৯টি সেচনালা সংস্কারে ব্যয় হয় ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৩৯৬ টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৩,৫৪৩টি। মাছ চাষের সুবিধার্থে ৪ জনের পুকুর সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৩২ টাকা এবং শ্রমদিবস সৃষ্টি হয় ১,১৮১ টি। এছাড়া, ৭৩টি পরিবারকে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় এবং ইন্দিরা আবাস যোজনায় ৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

খোয়াইয়ে কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত

খোয়াই ১৬ মে ।। খোয়াই ব্লক ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান গত ১৩ মে সোনাতলা পঞ্চায়েতের জীবনানন্দ কৃষ্টি ভবনে আয়োজিত হয়। খোয়াই মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ শুক্ল দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনাতলা পঞ্চায়েতের প্রাক্তণ প্রধান সুধীর দেব সহ বিশিষ্ট জনেরা। সভাপতিত্ব করেন গৌরী পাল। স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক। অনুষ্ঠানে শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সোনাতলা লোকরঞ্জন শাখাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয়।

কৈলাসহরে পানীয় জল প্রকল্প পরিদর্শনে মন্ত্রী রতন ভৌমিক

কৈলাসহর, ১৬ মে ।। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক গতকাল কৈলাসহরে নির্মীয়মান পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে আছে কামরাঙ্গাবাড়িতে নির্মীয়মান পানীয় জল প্রকল্প, গোবিন্দপুরে আয়রণ রিম্যুভাল প্ল্যান্ট, কলেজ সংলগ্ন পানীয় জল প্রকল্প এবং মনু নদীতে ওয়াটার লিফটিং প্রজেক্ট। প্রকল্পগুলি পরিদর্শনকালে দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের জন্য কৈলাসহর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিকের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন।

This document was created using Smart PDF Converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

সুভাষনগর পঞ্চায়েতে নানা উন্নয়ন কাজ

সাব্রুম, ১৬ মে ।। পোয়াংবাড়ী ব্লকের সুভাষনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে গত অর্থ বর্ষে এম জি এন রেগার বরাদ্দ অর্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০ জন কৃষকের জমি সমতলকরণ, ১২টি সেচ নালা ও ৩১০টি রাস্তা সংস্কার এবং ১টি পুকুর খনন করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয় ২৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৪৪ টাকা এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ১৬ হাজারটি। এছাড়া, আবাসন স্কীমে ১১টি পরিবারকে গৃহ এবং ৪৪টি পরিবারকে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়। কৃষি দপ্তর থেকে কৃষি কাজের সুবিধার্থে একটি পুকুর খনন করে দেওয়া হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৬০ টাকা এবং শ্রম দিবস সৃষ্টি হয় ১,৬৮০টি। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জিরানীয়ায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ১৬ মে ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ১৮-২০মে ১৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী ১৮ মে হবে পশ্চিম বিশ্রামবাড়ী, পশ্চিম বড়জলার দক্ষিণ নারায়ণবাড়ী, শচীন্দ্রনগর কলোনীর নতুনবাড়ী, পশ্চিম রাধামোহনপুরের কুঞ্জ বিহারী, মাধববাড়ীর ধুনদুরাই কোবরা পাড়া, দক্ষিণ কৈয়াচানবাড়ী এবং মাধববাড়ীর বিশুচন্দ্র পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ১৯ মে হবে পূর্ব কৈয়াচানবাড়ী, মাধববাড়ীর কৃষ্ণমানিক পাড়া, পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের লালটিলা, পশ্চিম রাধামোহনপুরের বাঁশি কোবরা পাড়া, জয়নগর ভিলেজের কলাবাগান, উত্তর জয়নগরের রজনীকান্ত এবং পূর্ব বড়জলার হঠাৎ কলোনী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ২০ মে হবে পশ্চিম বর্ধমান ঠাকুরপাড়া এবং মাধববাড়ীর বেলটিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন।

সাব্রুমের ৪টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ

সাব্রুম, ১৬ মে ।। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে সাতচান্দ ব্লকের গোপাল রোয়াজা পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভুরাতলী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে ২টি অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয় ১০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। এছাড়াও দক্ষিণ মনুবাজার উচ্চ বিদ্যালয় এবং নং-২ জলেফা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২টি করে ৪টি অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয় ২১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। পোয়াংবাড়ী ব্লকের সমরেন্দ্রগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১টি বি আর সি হল নির্মাণের কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ১৭ লক্ষ টাকা। সাব্রুম বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দেশের চিরন্তন ঐতিহ্য ও ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হবে - মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫মে ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দেশের চিরন্তন ঐতিহ্য ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের সুমহান ঐতিহ্য হচ্ছে বৈচিত্রের মধ্যে একতা। একে আজ ভাঙ্গার চক্রান্ত হচ্ছে। এর থেকে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার গতকাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে অসম এসোসিয়েশন আয়োজিত রঙ্গালী বিহু উৎসবের উদ্বোধন করে বলেন, ইদানীং একটা মহল থেকে স্লোগান তোলা হচ্ছে এক জাতি, একভাষা, এক সংস্কৃতি। এর বাইরে কিছু থাকবে না। দেশের বাস্তবতার সাথে যার মিল নেই তাতে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। বিষয়টি উপলব্ধির মধ্যে রেখেই আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, আমরা হিটলার, মুসোলিনি, তোজোকে এ স্লোগান দিতে শুনেছি। তাদের পরিণতি কি হয়েছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। আমাদের দেশের স্লোগানের এই প্রবক্তারা এর থেকে শিক্ষা নিতে রাজী নয়। বরং এটাকে আমাদের দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। একে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে অসমের যে সংস্কৃতি, তার যে ভাষা, যে মাধুর্য তাকে ভিত্তি করে অসমের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে মানবিক বন্ধন তাকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে? এই প্রবণতাকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তা যদি হয় রঙ্গালী বিহু উৎসব তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজ্য ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ভাষাকে ভিত্তি করে আমাদের যে জীবন ধারা, জীবনচর্চা, তাকে ভিত্তি করে এর মাধ্যমেই আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ। কিন্তু পরিকল্পিত স্লোগানের মাধ্যমে আমাদের জীবনের মূল প্রশ্ন ও সমস্যাকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের বিপথগামী করার প্রয়াস চলছে। তা আমাদের একতা, সংহতি, সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্য রয়েছে তাকে চুরমার করে দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর - পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অসম একটি বর্ধিষ্ণু রাজ্য। উত্তর - পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে অসম বিশেষ করে অসমের বুদ্ধিজীবী মহলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শুধু অসমের জন্য নয়, উত্তর - পূর্বাঞ্চলের জন্য। আমরা নানাদিক থেকে অবহেলিত, বঞ্চিত। তাই এক্ষেত্রে অসমেরও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। তিনি বলেন, শান্তির কোন বিকল্প নেই। উন্নয়নের মূলমন্ত্র হচ্ছে শান্তি। তাই এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের ভ্রাতৃত্ববোধ আরো নিবিড় করতে হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী আশাপ্রকাশ করেন, এ ধরণের উৎসবের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শান্তি-সম্প্রীতি ও ঐক্য আরো সুদৃঢ় হবে। তিনি এই উৎসবের একটি স্মরণিকার প্রকাশ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন উৎসব কমিটির সাংগঠনিক আহ্বায়ক অমল শ্যাম। উৎসবে ও এন জি সি-র হেড অব প্রজেক্ট হেমন্ত ডেকাসহ অসম থেকে আগত বহু শিল্পী, গুণীজন ছাড়াও রাজ্যের দর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে অসম ও রাজ্যের শিল্পীরা বিহু, মামিতা ইত্যাদি সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সহ সভাপতি আয়ুব হোসেন।

ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের বিশেষ সম্মান

আগরতলা, ১৫মে ।। গত ১৩মে, ২০১৭ দিল্লীর অশোকা হোটেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান Corporation Council for Leadership and Awareness(CCLA) এর তরফ থেকে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজকে "Best Upcoming Medical Institution in Tripura" হিসাবে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতে নিযুক্ত মরিশাসের হাই কমিশনার তথা মরিশাসের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. গোবর্ধন এর কাছ থেকে টি এম সি এর তরফে পুরস্কার গ্রহণ করেন টি এম সি সোসাইটির চেয়ারম্যান বনমালী সিংহ। অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। টি এম সি সোসাইটির চেয়ারম্যান অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডাক্তার এবং রোগীদের মধ্যে সুসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন। টি এম সি সোসাইটির জেনারেল ম্যানেজার এই সংবাদ জানিয়েছেন।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

১৩ জন প্রতিবন্ধীকে মোটর চালিত যান

আমবাসা, ১৫ মে ।। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে সম্প্রতি জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে ১৩ জন প্রতিবন্ধীকে মোটর চালিত যান দেওয়া হয় । অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। ১৩ জনকে মোটর চালিত যান দিতে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, প্রতিবন্ধী যুবক যুবতীরা আমাদের সমাজেরই অংশ । তাদের দূরে সরিয়ে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয় । তিনি বলেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মান উন্নত ও সহজ করার জন্য কাজ চলছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা, বিশেষ অতিথি জেলা শাসক বিকাশ সিং, রাজ্য প্রতিবন্ধী অধিকার মঞ্চের সভাপতি তারাপ্রসন্ন দেব, অনুষ্ঠানের সভাপতি আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন তপশ্রী ভট্টাচার্য আলোচনা করেন ।

খেদাবাড়িতে কুষ্ঠ রোগ বিষয়ে শিবির

বিশালগড়, ১৫ মে ।। নলছড় ব্লকের খেদাবাড়ি পঞ্চায়েত কমিউনিটি হলে কুষ্ঠ রোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবির ও আলোচনাচক্র সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় । এক দিনের এই শিবিরে আসা রোগীদের মধ্য থেকে এক জনকে কুষ্ঠ রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । তাঁকে বিনামূল্যে অষুধপত্র দেওয়া হয় । রোগ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয় ।

আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মুক্তার হোসেন, খেদাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসেনা বানু, ত্রিপুরা লেপ্রোসি মিশনের প্রকল্প আধিকারিক ডাঃ জি ঘোষ, সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ গৌতম চক্রবর্তী, সিপাহীজলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সম্প্রচার আধিকারিক সুরেখা মজুমদার প্রমুখ । শিবিরের উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং লেপ্রোসি মেশিন ট্রাষ্ট, ইন্ডিয়া।

বিশালগড়ে বর্ষবরণ উৎসব উদযাপিত

বিশালগড়, ১৫ মে ।। বিশালগড় বাজার সংলগ্ন সারদা মহলে ১১ মে বর্ষবরণ উৎসব উদযাপিত হয় । বিশালগড় পুর পরিষদের উদ্যোগে এবং সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের বিভাগীয় কমিটির সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরউদ্দীন আহমেদ বর্ষবরণ উৎসববের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন । প্রধান অতিথির ভাষণে পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতীম মজুমদার বর্ষবরণ উৎসবের গুরুত্ব তুলে ধরেন । স্বাগত ভাষণ দেন পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জয়দীপ চক্রবর্তী । সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী । অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন

পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা সমিতির সভা

আগরতলা, ১২মে ।। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় । আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহার সভাপতিত্বে সভায় সহকারি সভাধিপতি মনমোহিনী দেবনাথ, জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি, পুরপরিষদ, নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানগণ, আগরতলা পুর নিগমের মিউনিসিপাল কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা শাসকগণ, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ সহ কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় পশ্চিম জেলা সাক্ষরতা সমিতির বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা হয় । সভায় গত ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাথমিক, তৃতীয় এবং চতুর্থ মানের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা হয় । জেলায় ৪১৯১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৭৭১ জন পরীক্ষায় বসেছিলেন এর মধ্যে ৩৩১২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন । জেলায় মোট ২০০৮ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এর মধ্যে ৮১৮ জন ইতিমধ্যে বিভিন্ন দপ্তর থেকে সহায়তা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন এবং স্বনির্ভর হয়েছেন । এছাড়া, প্রবহমান শিক্ষায় জেলার ৪১৯১ জনকে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মানের আওতায় শিক্ষা প্রদানের জন্য নাম নথিভূক্তের কাজ চলছে বলে সভায় জানানো হয় । নাম নথিভূক্তের কাজ আগামী ২৭ মে-র মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে । এ কাজের জন্য আগামী ২০ মে-র মধ্যে সমস্ত ব্লক, নগর পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ এবং আগরতলা পুর নিগমের সাক্ষরতা সমিতির সভায় আলোচনা করার সিদ্ধান্ত হয় । আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবহমান শিক্ষায় তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম মানের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।

উত্তর জেলা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ১২মে ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গতকাল বি বি আই মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ক্রীড়া পর্ষদ ও স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্রীড়া পর্ষদের প্রাক্তন সহ সভাপতি অমিতাভ দত্ত । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস । ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলার ৩টি মহকুমা থেকে দড়ি টানাটানি ও ভলিবলে মোট ১১টি দল অংশ গ্রহণ করে । প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত তার আলোচনায় এ ধরণের ক্রীড়া কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন । উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, সুস্থ দেহ ও মন গঠনে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য ।

This document was created using Smart PDF Converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com